দৈনিক সংবাদ

043

তারিখ 08 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম 2

স্বাস্থ্য জনশক্তি পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ—শেষ পর্ব

শহুরে ও হাসপাতাল কেন্দ্রিক শিক্ষা বদলাতে হবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরামর্শ

॥ শওকত মাহমুদ ॥

হাসপাতালসহ সকল মেডিক্যাল কলেজ এবং নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল ইন্সটিটিউটগুলো একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বাধীন চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন ও গবেষণা অধিদপ্তর সৃষ্টি করে এর অধীনে আনার জন্য জরুরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

এ সুপারিশ স্বাস্থ্য জনশক্তি পরিকল্পনা কমিটির।

সুপারিশমালায় বলা হয়েছে, সকল স্নাতকোত্তর ইন্সটিটিউট ও মেডিক্যাল কলেজ এখনকার মত ডিগ্রী ডিপ্লোমা প্রদান, পাঠ্যসূচীর উন্নয়ন, ভর্তির নীতিমালা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকবে। প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্তৃত্ব থাকবে একটি গভর্নিং বডির ওপর এবং ডীনগণ (বর্তমানে পরিচালক ও অধ্যক্ষ) সে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মত একটি সংস্থা আর্থিক সহায়তা দেবে।

দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ—যা দু হাজার সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা উচিত, হিসেবে বলা হয়েছে যে, ঢাকার অদূরে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে। এতে সকল বিষয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী এ বিশ্ববিদ্যালয় সকল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট ও কলেজকে স্বীকৃতি দেবে। এর গভর্নিং বডির সভাপতি হবেন রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান।

মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা না বাড়ানোর সুপারিশ করে রিপোর্টে বলা হয়, সকল কলেজের মধ্যে শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিন্নতা থাকতে হবে। সকল

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা বদলাতে হবে

(১ম পাতার পর)

শূন্য পদ পূরণ করতে হবে। কম্যুনিটি মেডিসিনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, শয্যা-পার্শ্ব শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিটি কলেজের জন্য দু'টি করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বরাদ্দ হবে ফিল্ড ভিজিটের জন্য। কলেজগুলোর সাথে শিক্ষামূলক হাসপাতালগুলোতে ৭৫০টি করে রাখতে হবে, যাতে ছাত্র ও রোগীর অনুপাত দাঁড়ায় ১:৫।

কলেজ ও ইন্সটিটিউটগুলোর সাথে সংযুক্ত হাসপাতালগুলো হবে শিক্ষামূলক এবং এগুলোর নিয়ন্ত্রণ থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে। কলেজ ও স্নাতকোত্তর ইন্সটিটিউটের প্রধান হবেন একজন ডীন, যার অধীনে তিনজন অতিরিক্ত ডীন (হাসপাতাল, একাডেমিক ও প্রশাসন) থাকবে। প্রশাসনিকভাবে কলেজ ও ইন্সটিটিউটগুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে এবং ডীন ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন অধ্যাপকদের মধ্য থেকে। ডীনের মর্যাদা হবে একজন সচিবের সমান।

কমিটির মতে, সিনিয়র লেকচারার থেকে শুরু করে অধ্যাপক, উপডীন, অতিরিক্ত ডীন ও ডীনগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। যাতে শিক্ষাদানে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন। প্রতিভাবানদের শিক্ষকের পেশায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অর্থসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্নাতকোত্তর ইন্সটিটিউটগুলোর উন্নয়নের পক্ষে মত দিয়ে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, এগুলো থেকে মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক বদলির বর্তমান প্রথা বন্ধ করা উচিত। বরং কলেজ থেকে ভাল শিক্ষক ইন্সটিটিউটে নেয়া উচিত। ইন্সটিটিউটগুলোর হাসপাতালগুলো শিক্ষা-গবেষণার চাইতে সার্ভিসের ব্যাপারে বেশি ব্যস্ত। তাই এসব হাসপাতালে কলেজ-হাসপাতাল থেকে পাঠানো ছাত্রদের ভর্তি করা

এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র ভর্তি

কমিটির মতে ডাক্তারদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে এসব দেখা দরকার। বর্তমানে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরা শিক্ষাকালে এসব ব্যাপারে কমই অবহিত হন। বরং তারা শহর ও হাসপাতালে রোগীভিত্তিক তথা প্রতিকারমূলক চিকিৎসার শিক্ষা পেয়ে থাকেন। ফলে তারা গ্রামে যেতে চান না।

কলেজের ভর্তি পরীক্ষা, বাৎসরিক পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত সুপারিশ করে কমিটি বলেছে, এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে মাইগ্রেশন বন্ধ করা উচিত।

প্যারামেডিক কর্মী প্রসঙ্গে

প্যারামেডিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কমিটি বলেছে, অনেক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক্সরে মেশিন পড়ে আছে। চালাবার লোক নেই। তিনটি ইন্সটিটিউটের কাঙ্খিত উন্নতি সাধন করতে হবে। ঢাকাস্থ ইন্সটিটিউটকে স্বাস্থ্য প্রযুক্তি জাতীয় ইন্সটিটিউটে উন্নীত করা যেতে পারে।

সকল জেলা হাসপাতালে নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। নার্সদের প্রশিক্ষণের চার বছরের মধ্যে প্রথম দু'বছর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করা যেতে পারে। মেডিক্যাল সহকারী প্রশিক্ষণ স্কুলেরও উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন।